International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Special Issue, June 2023, Page No. 69-74
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.iSpecial.2023.69-74

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাবে বাঁকুড়া জেলায় কৃষক বিদ্রোহ: এক পর্যালোচনা

কৃষ্ণদাস পাঠক
রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, ইতিহাস বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
Email: pathak.krishnadas78@gmail.com

Abstract:
The introduction of permanent settlement in 1793 led to the entry of new middle-class tenants into the land ownership of Bankura district, and the land rights of many ancient landlords were lost in exchange for land and service-based ownership. Deprived of this land, the Sheni gradually rebelled against the new landowners and the British government to maintain their rights. Especially Pahari Rebellion, Paik Rebellion, Chuar Rebellion, Bhumij and Santal Rebellion. Bankura district was the first in Bengal to raise a storm of extreme protest against the British rule through the rebellion. Where the British rule was overthrown. The influence of which is the rise of Jangal Mahal. In this context, the farmers' rebellion in Bankura district is a bright example in the history of colonial rule.

Keywords: পাহাড়িবিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ, পাইক বিদ্রহ, পাইকান, মাহিন্দার, মধ্যস্বত্বভোগী।

১৭৬০ সালে ব্রিটিশ আধিপত্যের সময় থেকেই রাজস্ব আরোপ ও খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে যে অত্যাচার শুরু হয় তা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) প্রভাবে আরো বৃদ্ধি পায়। ফলে জমিদারী ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় জমির মালিকানার পরিবর্তনে বহু মধ্যস্বত্বভোগীর আগমনে রায়তের উপর আরো খাজনার চাপ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে জেলায় বহু কৃষক বিদ্রোহ গড়েউঠে। যেখানে জেলার জমিচ্যুত তালুকদার বা জমিদার ও রায়ত সহ সাধারণ মানুষ যুক্ত বিদ্রোহে সামিল হয়েছিল।১

প্রথমে বিদ্রোহী পাহাড়ীদের ভূমিকা উল্লেখ্য। ১৭৭০ সালের মন্বন্তরের প্রভাবে বীরভূম ও বাঁকুড়াতে পাহাড়িয় বিদ্রহদেখাদেয় যে বিদ্রহে ৩২৮ টি গ্রাম সমাজে গড়ে উঠে। তারা সবকিছু হারিয়ে পাহাড় ও বনজঙ্গলে আশ্রয় নেয়। এরাই ক্রমশ বাঁকুড়া ও বীরভূমের বিভিন্ন অঞ্চলে শীতের ঠিক আগে ধান্য উৎপাদনের সময়ে লুঠ পাঁট চালাত সমতল অঞ্চলে,আর তাতে জমিদারের উপরেই লুঠ পাঠটা বেশী হতো। কারণ এরাই ইংরেজ কে সাহায্য করত তাই এরাই এদের বাধা দিলে বিদ্রোহ আঞ্চলিক ক্ষেত্রে জোরদার হয়ে উঠত যা ব্রিটিশ শাসনের উপরতলাকে নড়িয়ে দেয়। এই বিদ্রোহীদের দমনে বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের

কালেক্টর সাহেব কিটিংকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তবে এই বিদ্রোহের ফলে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের যে সংকটময় অবস্থা চরম রুপে দেখা দেয়। তাকে যে কোন সময়ে অপেক্ষাকৃত অল্প অশান্তির কথা বলা হলেও তা কিন্তু গনঅভ্যুত্থান বলা যায়। যদিও বিদ্রোহ দমিত হয় সরকারি দমননীতির চাপে।২

অপর উল্লেখ্য বিদ্রোহ ছিল চূয়াড় বিদ্রোহ। চূয়াড় বা পাইকানরা কৃষি কাঠামোর দরিদ্র তম শ্রেণী ছিল। এরা কাজের মূল্য হিসাবে কর বিহীন বা নিষ্কর জায়গীর বা জমি ভোগ করত।কিন্তু ইংরেজ সরকার ও তাদের মদতপুষ্ট শ্রেণী মিলে নিষ্কর জমি দখলের অধিকার স্বত্বকে বিলুপ্ত করায় চূয়াড় সম্প্রদায় বিদ্রোহে ঝাপিয়ে পড়ে। তবে এই বিদ্রোহের মূল কারণ লুকিয়ে ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নতুন জমিদারীর জমিদারী নীতি। কারণ চিরাচরিত অর্থনৈতিক ঐতিহ্য থেকে তাদের বেরিয়ে আসতে বাধ্য করেছিল এই ব্যবস্থা। তাই তারা প্রাচীন ঐতিহ্য ফিরে পাবার আশায় বিদ্রোহে ঝাপিয়ে পড়ে। আবার একথাও বলতে হয় সারা বাংলা সহ বাঁকুড়া জেলার সাধারণ কৃষকদের নাভিশ্বাস উঠে।৩

চূয়াড় বিদ্রোহের মানুষজন সংখ্যায় বেশী ছিল নিম্নবর্ণের বা নিম্ন সম্প্রদায়ের হিন্দু যারা জমিদার, মহাজন, উচ্চবৃত্ত শ্রেণীর দ্বারা শোষিত ও অত্যাচারিত ছিল। তখন তারা চুরি ডাকাতি হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠণে লিপ্ত ছিল। আবার যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাবে প্রভাবিত রাজস্বের চাপে প্রাচীন জমিদারী নিলামে বিক্রি হয়ে গেল তখন বহু মানুষ কাজ হারিয়ে ফেলে। এই অবস্থায় এই সব মানুষ নতুন জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ গড়ে তুলে। অবার নিষ্কর জমির উপর কর অরোপ করা হলে পাইক বা পাইকানদের স্বত্ব বিলোপ পায় এবং তারাও এই বিদ্রোহে সামিল হয়ে পড়ে নিজেদের অধিকার আদায়ে। ফলে আন্দোলন আরো জোরদার হয়ে উঠে।এই অন্দোলনের মূল কারণ নতুন ভূমি কাঠামোর প্রবর্তন যা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল।

১৮৭১ সালে রুদ্র বাউরীর নেতৃত্বে অম্বিকানগর, খাতড়া ,সুপুর অঞ্চলের জমিদার দুর্জন সিং বকেয়া রাজস্বের দায়ে জমিদারি হারিয়ে ১৭৯৮ সালে বিদ্রোহে সামিল হন। প্রায় ১৫০০ জন চূয়াড় দের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্থানীয় কাছারী ও বাজার অগ্নি সংযোগ করেণ। নির্বিচারে লুণ্ঠণ করতে থাকেণ। নতুন জমিদারকে জমিদারীতে প্রবেশ করতে বাধা দেন। অবশেষে দুর্জন সিং কে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রমানের অভাবে ছেড়ে দিতে হয়। এরপর বিদ্রোহ আরো জোরদার হয়ে উঠে যা আমরা সকলেই অবগত। তার আন্দোলনের চাপে নতুন জমিদার খাজনা আদায়ে বিভীষিকায় পড়ে। অধিকাংশ জমিতে কৃষি কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে সরকার বিদ্রোহ দমনে ক্যাপ্টেন হেনরি কে পাঠায় কিন্তু বিদ্রোহ বগড়ী, ফুলকুসমা, রাইপুর,মেদনীপুর সহ বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তবে এই বিদ্রোহের জন্য কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণিকে দায়ী করা হয় কিন্তু একথা ভাবা যায় না কি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাবে নতুন ভূমি কাঠামোর প্রবর্তনকে কী দায়ী করা যায় না? তবে এই বিদ্রোহের ফলে ব্রিটিশ প্রশাসনকে এই অঞ্চল সম্পর্কে নতুন ভাবে ভাবতে বাধ্য করেছিল আবার বাঁকুড়া জেলার স্বাভাবিক কৃষি চর্চার ইতিহাসে এক সংকট দেখা দিয়েছিল।৪

১৭৯৩-৯৪ সালে বাঁকুড়া জেলা কালেক্টর ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদন করেন চুয়াড় আন্দোলন দমন করার জন্য মেদনীপুর থেকে বাঁকুড়া জেলাতে রাইপুরকে যুক্ত করার জন্য। এর ফলে আন্দোলন বিছিন্ন হয়ে পড়বে। অর্থাৎ রাইপুর, কুইলাপাল, খয়রাশোল, ওন্দা, ইত্যাদি সহ সমগ্র বর্তমান বাঁকুড়া ও বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। যার মূল কারণ ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারী হারানো। ব্লাণ্ট সাহেব এই বিদ্রহের অসন্তোষের প্রসঙ্গে বলেছেন জমিদারদের ঘাটোয়াল, পাইকান ও নিরাপত্তা কর্মীদের পঞ্চকী জমি দখলের মধ্যেই মূল কারণ লুকিয়ে ছিল, যার অন্তর্নিহিত কারণ ছিল রাজস্ব বা খাজনা বৃদ্ধি করা। যা চিরস্থায়ী বন্দবস্তের পর ব্রিটিশ সরকারের এটাই আসল লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল।৫

বরাভূমের গঙ্গানারায়ণের বৃটিশ বিরোধী কার্যক্রম বাঁকুড়া জেলার জঙ্গল মহলের থানা গুলিতে বিদ্রোহের আগুণ জলে উঠে। ফুলকুসমা, শ্যামসুন্দরপুর এ গঙ্গানারায়ণ জোটবদ্ধ হয়ে মালিয়াড়া আক্রমণ করেন এবং শহর ও জেলাকে অশান্ত করে দেন। ব্রিটিশ সরকার গঙ্গা নারায়ণকে গ্রেপ্তার করার জন্য সৈন পাঠালে তিনি মোটগদা হয়ে সিংভূমে পালিয়ে যান। এক্ষেত্রে তাঁকে পালাতে যারা সাহায্য করেন তারাও ব্রিটিশ বিরোধী ছিলেন। এরপর সরকার যে ফূলকুসমা ও শ্যামসুন্দররের জমিদারকে প্রকাশ্যে ফাঁসী দিয়ে যে নির্মম দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন তার বড় কারণ হল ব্রিটিশ বিরোধিতার চরম ফল। আসলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবিধা আদায়ে এরুপ নাশকতা মূলক কার্যক্রম ছিল ঔপনিবেশিক সরকারের।৬

যাইহোক বাঁকুড়া জেলার অতি সাধারণ মুনিষ মাহিন্দার ও উপ-রায়ত, ধনশালী ব্যক্তি ও ক্ষুদ্র ভূস্বামী প্রমুখ দের সহযোগিতায় তাদের দাবীগুলি জোরদার হয়ে উঠেছিল তাই বলতে হয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাবে বাঁকুড়া জেলায় যে চূয়াড় বিদ্রোহ নামে পরিচিত,সেই বিদ্রোহে ইংরেজ শাসন সম্পর্কে বা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে রায়তদের প্রতিবাদের ভাষা সমগ্র বাঁকুড়া জেলা সহ সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল প্রথম বলা যায়।যার ভয়ে সরকার ১৮০৫ সালে জঙ্গলমহল গঠন করতে বাধ্য হয়। আবার জমিদারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে জেলায় গণ জাগরণ গড়ে উঠেছিল তা ভবিষ্যৎ জেলার কৃষক আন্দোলনকে উজ্জীবিত করেছিল।৭

পরবতী ওয়াহাবী ও ফরাজি বিদ্রোহোতে বাঁকুড়া জেলার মুসলিম জাতি ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদেরও প্রভাবিত করে। উনিশ শতকের শেষ দিকে বুভুক্ষ বাঁকুড়া জেলায় ভূমিহীন মজুরদের কাজের সন্ধানে আসাম, কাছাড়, সিলেট অঞ্চলে অতিরিক্ত মুনাফার আশায় পাঠিয়ে দিত এক দালাল চক্র। যাদের কেন্দ্র ছিল কুলিডিপো, আড়কাঠি, ইত্যাদি অঞ্চল। এই বড়সাহেব দের বিরুদ্ধে ১৮৯৪ সালে জেলায় প্রতিবাদ গড়ে উঠে। এবিষয়ে 'বাঁকুড়া দর্পণ' পত্রিকাটি এই দালাল চক্রের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে অত্যাচারের প্রতিবাদ করে। ঠিক এই পর্ব থেকে বৃটিশ বিরোধী মনোভাব জাগ্রত হয়ে উঠে জেলায়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে নীল চাষে বাঁকুড়াতে স্কেল সাহেবকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি বাঁকুড়ার কৃষকদের ভয় দেখিয়ে নীল চাষ করতে বাধ্য করায় কৃষকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে প্রতিবাদ গড়ে তুলে। বিশেষত ১৮৮৪ সালে জেলার এক নীলকর সাহেবের বিরুধে মামলা করা হলেও তা চাপা পড়ে যায়। তবে জেলায়

নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা নীল চাষ কম ছিল সেই সূত্রে প্রতিবাদও কম ছিল কারণ জেলার মাটি অনুব্রর রুক্ষ তাই সাধারণ ফসল ফলাই অসম্ভব তার উপর উর্বর মাটির ফসল নীল চাষ হওয়া দূর অস্ত ছিল। এই চাষেও ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরোক্ষ প্রভাব। কারণ ইংলণ্ডের শিল্পে চাহিদা পূরণে বাংলার জমিতে অর্থকরী ফসল ফলিয়ে নিয়ে গিয়ে ইংলণ্ডের উন্নতি ঘটানো।৮

দক্ষিণ বাঁকুড়ার ব্যাপৃত সিমলাপাল, রাইপুর, খাতড়া, ফুলকুসমা, রাণীবাঁধ, অম্বিকানগর ইত্যাদি সাঁওতাল অধ্যষিত অঞ্চলে দিকুদের প্রবেশের ফলে মণ্ডলী প্রথার অবসান ঘটে। এতে সাঁওতাল ভূমিজ জনজাতি ভূমির প্রাচীন অধিকার হারিয়ে ভূমিহীন হয়ে পড়ে। এরই প্রতিবাদে ১৮৫৫-৫৬ সালে যে সাঁওতাল বিদ্রোহ জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে গড়ে উঠে তার প্রভাব বাঁকুড়া জেলাকেও আলোড়িত করে্রেছি। এই বিদ্রোহে জেলার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আদিবাসী ও নিম্নবর্গের দরিদ্র জাতিরা যোগদান করে বৃটিশ জমিদারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তুলে। ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের পর জেলায় গায়ে গতরে খেটে এই সাঁওতাল জাতিরা জেলায় কৃষি জমি তৈরী করে কৃষিজ ফসল উৎপাদনের পর তারা ক্রমশ সেই জমি থেকে তাড়িত হয়ে যায় বা ভূমিহীন প্রজাতে পরিণত হয়ে পড়ে। এছাড়া তাদের ওপর ভূমধ্যশ্রেণির অত্যাচার তাদের ওপর নেমে আসে। এসবের মূল কারণ ছিল অতিরিক্ত রাজস্বের চাহিদা এবং তাদের উপর অতিরিক্ত খাজনার বোঝা। যা এই সব সাধারণ রায়তদের ওপর এসে পড়ত। আসলে এই রাজস্বের বোঝার উৎস ছিল কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কারণ এর পরেই তো জমিদারদের মালিকানা চিরস্থায়ী হতো যদি সে সঠিক সময়ে রাজস্ব প্রদান করতে পারতো আর এই সঠিক রাজস্ব প্রদানের জন্য খাজনা আদায়ে জোর জুলুম দিতে হতো আথচ বাঁকুড়া জেলায় কাঁকর ভূমিরুপ ও স্বল্প বৃষ্টিপাত এর কারণে খরা বা উৎপাদনে ঘাটতি ছিল। এসব জমিদারদের কাছে গুরুত্ব পেত। খাজনা আদায়েই তাদের কাছে জমিদারী রক্ষার মাপকাঠি। তাই তারা জোর জুলুম করতে বাধ্য হতো। এজন্য দেখা দেয় চিরাচরিত অধিকার হারানো শ্রেণীগুলির বিদ্রোহ।৯

ওম্যালীর বেঙ্গল ডিস্ট্রিক গেজেটিয়ারস ও স্যার এফ.জি. হ্যাডলিডের বিদ্রোহকালিন মিনিটস থেকে জানা যায় নদীয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, চব্বিশপরগণা, ছোটনাগপুর জেলা ও অঞ্চল্গুলির কৃষকরা মহাবিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল। সাংবাদিক রাসেলের লেখা থেকেও উল্লেখ্য বর্ধমানের কৃষক ও সাধারণ মানুষ ব্রিটিশ বিরোধী হয়ে উঠে। সরকার কৃষক জাগরণে এতই ভীত যে নিজেদের নিয়ন্ত্রিত করতে ১৮৫৯ সালের খাজনা আইন ও ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইন জারী করে সরকার জমিদারদের নিয়ন্ত্রিত করে। এদিকে জমিদাররা নিজেদের জমিদারী রাখার তাগিদে কংগ্রেস নামে সংগঠন গড়ে তুলে ব্রিটিশ বিরোধিতা করার জন্য। সব মিলিয়ে স্বাভাবিক কাঠামোটাই যেন হারিয়ে যায়। যার মূল প্রেক্ষাপট লুকিয়ে ছিল আদিম ঐতিহ্য হারিয়ে গেছে তা ফিরে পাবার জন্য। যার সূত্রপাত ঘটেছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে।

এই সব বিদ্রোহ গুলির মধ্যদিয়ে ভূমিমালিকানার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের চরিত্র প্রকাশ পায় বাংলা শহ বাঁকুড়া জেলায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাবে শব্দছকের ন্যায় পাশাপাশি ও উপরনিচ ভূমি মালিকানা ভেঙে

পড়ায় নতুন নতুন ভূমি উপস্বত্ব ভোগীর সৃষ্টি হওয়ায় ভূমির সঙ্গে যুক্ত সর্বশেষ স্তরের শ্রেণীর অবস্থা সংকটময় হয়ে উঠে। এই সূত্রে জেলায় কৃষক বিদ্রোহ গুলি জোরদার হয়ে উঠেছিল। বাংলার সর্বত্র যার প্রভাব লক্ষণীয়। কিন্তু দুর্ভিক্ষ ময় বাঁকুড়া জেলার ক্ষেত্রে এই প্রভাব দৃষ্টান্ত হয়ে উঠে কারণ রুক্ষ কাঁকর ময় ভূমিভাগে জলসংকটময় বাঁকুড়া জেলায় কৃষি উৎপাদন সংকটময় তার উপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাবে মধ্যস্বত্বভোগীদের আবির্ভাব ও তাদের লাগাম ছাড়া শোষণ বা খাজনার চাপ গোটা কৃষি ব্যবস্থাটাকেই পাল্টে দেয়। যার স্বরূপ বার বার দুর্ভক্ষকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে বাঁকুড়া জেলাতে। জেলায় দুর্ভিক্ষের বছর গুলি দেখলে প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন- ১৮৪৪, ১৮৫১, ১৮৬৬, ১৮৭৪, ১৮৮৫, ১৮৯৭, ১৯০৮, ১৯১৯, ১৯২১, ১৯২৫, ১৯২৭, ১৯৩০, ১৯৩৭, ১৯৪৩-৪৪। ক্রমানয়ে দুর্ভিক্ষ বাংলার অন্যত্র লক্ষণীয় ছিল না। আবার এই সব দুর্ভক্ষের মধ্যে বেশীরভাগ কারণ ছিল জলসংকটের অভাবে উৎপাদনে ঘাটতি ও মধ্যস্বত্বভোগীর খজনার চাপ। এই অভাবকে মহামারীতে পরিণত করছে মহাজন বা উপস্বত্ব ভোগীর শোষণ। যার মূলে রয়েছে এই ভূমি বন্দোবস্ত।

বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর উদার রাজস্ব নীতির পর দেখা দেয় বাংলায় একশালা, পাঁচশালা, দশসালা ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তে কৃষি জমির উৎপাদনের ক্ষমতা এবং চাষীদের খাজনা দেবার ক্ষমতা নিরুপণ করেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়। এখানেও উদারতা দেখা দেয় কখনোও বলা হয় ব্রিটিশ সরকার বঙ্গীয় জমিদারদের উপর আস্থা রেখেই এই ব্যবস্থা করেছিল আবার সূর্যাস্ত আইনের ফলে বহু জমিদারী নিলাম হয়ে যেত। অর্থাৎ উদারতা ছিল নামে মাত্র আসল লক্ষ্য ছিল জমিদারীর বাড়তি আয় সরকারের আত্মস্যাত করা। যার চরম দৃষ্টান্ত জেলায় লাখেরাজ সম্পত্তি হরণ। যা ছিল এরকমেই এক চক্রান্ত। এরপর ছিল নীলকরদের প্রবেশের অনুমতি যারা হয়তো নীলচাষে টাকা লগ্নী করতো কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে তারা জমিদারদের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ালো। এসব অন্তরদন্দের চাপটা এসে পৌঁছাল সাধারণ রায়তের উপর। এজন্য দেখা দেয় বহু বিদ্রোহ বা প্রতিবাদী আন্দোলন। এই সব বহু বিদ্রোহের মূল স্রোতটা লুকিয়ে ছিল কৃষি-কাঠামোর পরিবর্তনের মধ্যে যেটার সূত্রপাত বলা যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন যা বাংলা সহ বাঁকুড়া জেলার সর্বত্র একেই রূপ নেয়।

তথ্যসূত্র:

১। অমিয় কুমার বন্দোপাধ্যায়(এডিট),ব্যাঙ্কুড়া ডিস্ট্রিক গেজেটিয়ার, ১৯৬৮,কলকাতা, পেজ- ১৭৭।আরো দেখুন দ্যা ব্রিটিশ রুল অ্যান্ড দ্যা ইকনমি অফ রুরাল বেঙ্গল,দিল্লী, ১৯৮২, পেজ-৬২।

২। হাণ্টার, এ স্ট্যাটিস্টিক্যাল একাউণ্ট অফ দ্যা বেঙ্গল ।

৩। দ্যা কালেক্টর অফ মিদনাপুর দ্যা বোর্ড অফ রেভেনু, ২৯ মে ১৭৯৯।

৪। ডবলু কপার, গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল, প্রসেস, ২২ এ ফেবরুয়রি,১৭৯৯।

৫। বিচার সচিবকে বিষ্ণুপুর কমিশনার উইলিয়াম ব্লাণ্টের পত্র, তাং ০৯/০৩/১৮০৮। ফোরট উইলিয়ামের নিজামত আদালতের রেজিস্টারকে কমিশনার ব্লাণ্টের পত্র, তাং ২০/০৫/১৮০৭।

৬। বিনোদ শঙ্কর দাস,চেঞ্জিং প্রফাইল অফ ফ্রন্টিয়ার বেঙ্গল, দিল্লী, ১৯৮৪, পেজ-৮-৯।

৭। পগ্রেসিভ অফ দ্যা বোর্ড অফ রেভেনিউ, ২৯ এ জুন, ১৮০২।

৮। অমিয় কুমার বন্দোপাধ্যায়, প্রাগুপ্ত, পেজ-১২৯।

৯। মিহির কুমার রায়, বাঁকুড়া জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্মৃতিকথা, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, ১৯৮৭, পেজ-৭-৮